সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১ ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারী ---------- ১৫
১. চীন সমাজে নারী ---------- ১৬
২. প্রাচীন ভারতে তথা হিন্দু ধর্মে নারী ---------- ১৭
৩. গ্রিস সভ্যতায় নারী ---------- ১৭
৪. রোমান সভ্যতায় নারী ---------- ১৮
৫. জাহেলী আরবে নারী ---------- ১৯
৬. ইহুদি ধর্মে নারী ---------- ২০
৭. খ্রিষ্ট ধর্মে নারী ---------- ২০
৮. বৌদ্ধ ধর্মে নারী ---------- ২০
২ অতীত-ভ্রান্তির সারমর্ম এবং ইসলামের অভিমত ---------- ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ ইসলামে নারী অধিকার
১. নারী-পুরুষে সমঅধিকার ---------- ২৩
ক. জন্মগত সমতা ---------- ২৫
খ. অধিকারের সমতা ---------- ২৫
গ. কর্তব্যবোধের সমতা ---------- ২৬
ঘ. তাকওয়ার সমতা ---------- ২৭
ঙ. প্রয়োজনীয়তার সমতা ---------- ২৯
চ. শাস্তির ক্ষেত্রে সমতা ---------- ২৯
ছ. ইবাদতের ক্ষেত্রে সমতা ---------- ৩০
জ. ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সমতা ---------- ৩১
ঝ. বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা ---------- ৩২
ঞ. ভালোবাসার সমতা ---------- ৩৪
ঠ. উপহার বিনিময়ের সমতা ---------- ৩৪
ড. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ক্ষেত্রে সমতা ---------- ৩৫
ঢ. পরামর্শের ক্ষেত্রে সমতা ---------- ৩৫
ন. ইবাদতে পরস্পরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সমতা ------- ৩৬
ত. দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমতা ---------- ৩৬
স্বামীর দায়িত্ব ---------- ৩৭
স্ত্রীর দায়িত ---------- ৩৮
২. ইসলামে নারীর মানবাধিকার ---------- ৩৯
৩. নারীর ধর্মীয় মর্যাদা ---------- ৪৩
৪. অর্থনৈতিক অধিকার ---------- ৪৪
৫. সামাজিক অধিকার ---------- ৪৭

৮ নারী-পুরুষের কতিপয় মৌলিক পার্থক্য---------- ৫৭
১. নারীর শারীরিক পার্থক্য---------- ৫৮
২. নারীর মানসিক পার্থক্য ---------- ৬০
৩. নারীর অঙ্গের পার্থক্য---------- ৬০
৪. নারীর সামাজিক দায়িত্ব পালনে পার্থক্য---------- ৬১

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক জীবনে নারী---------- ৬৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

৮ বিবাহ---------- ৬৩
বিবাহ এবং প্রকৃতির বিধি ---------- ৬৩
বিয়ে ও মানবস্বভাব ---------- ৬৪
বিয়ে ও সামষ্টিক স্বভাব ---------- ৬৭
বিয়ে ও যৌন প্রবৃত্তি ---------- ৬৮
ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব ---------- ৬৯
৮ বিয়ের নীতি ভঙ্গ তার প্রভাব ও ফলাফল ক্ষমতা থাকা
সত্ত্বেও বিয়ে না করা পাপ ---------- ৭১
অবিবাহিত জীবন ও তার অপকারিতা---------- ৭২
যৌন নোংরামি ও তার কুফল ---------- ৭৩
অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব ---------- ৭৫
৮ বিয়ের নির্বাচন ---------- ৭৮
স্ত্রী নির্বাচন ---------- ৭৮
ধন-সম্পদের মান ---------- ৭৮
বংশমর্যাদা---------- ৭৯
রূপ-নক্সা ---------- ৭৯
স্বামী-নির্বাচন ---------- ৮০
স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার ---------- ৮০
৮ বিয়ের প্রস্তাব ---------- ৮২
৮ মোহর ---------- ৮৪
মোহরের পরিমাণ ---------- ৮৪
মোহর- নারীর অধিকার---------- ৮৭
যৌতুক ---------- ৮৮
৮ বিয়ের উৎসব ---------- ৮৯
ওলীমা ---------- ৮৯
বিয়ের আনন্দ---------- ৯১
৮ স্ত্রীর অধিকার ---------- ৯৩
ভরণপোষণ---------- ৯৩
পারস্পরিক সম্প্রীতি---------- ৯৪

➢ স্বামীর অধিকার---------- ৯৭
স্বামীর আনুগত্য ---------- ৯৭
➢ দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতার ভিত্তি ---------- ৯৮
➢ নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য ---------- ১০২
➢ পুরুষের দায়িত্বশীলতা---------- ১০৪
নারীদের কয়েকটি স্বাভাবিক দুর্বলতা লক্ষণীয় ---------- ১০৭
নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা---------- ১০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

➢ স্ত্রী-সংখ্যা---------- ১১১
➢ একাধিক স্ত্রীর উদ্দেশ্য যৌনতৃপ্তি অর্জন নয় ---------- ১১১
➢ একাধিক স্ত্রী– নিছক অনুমতি মাত্র ---------- ১১২
➢ সীমা নির্ধারণই উদ্দেশ্য– স্বেচ্ছাচারিতা নয় ---------- ১১৩
➢ দারিদ্র্যে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ ---------- ১১৫
➢ একাধিক স্ত্রীর অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনে ---------- ১১৬
➢ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দানের পেছনে মহত্তম উদ্দেশ্য------ ১১৭
➢ একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা বিধান : পালাবণ্টন (কাসাম)--------- ১২২
➢ পালা-বন্টনের বিভিন্ন বিধি-বিধান ---------- ১২৪
১. স্ত্রীদের মাঝে পালাবণ্টন করা ওয়াজিব ---------- ১২৪
২. কুমারি-অকুমারি সকল স্ত্রীদের মধ্যে পালাবন্টন ---------- ১২৪
৩. নব বিবাহিত ও পুরাতন স্ত্রীদের মধ্যে পালাবন্টন ---------- ১২৪
৪. পালাবন্টনের পরিমাণ নির্দারণ ---------- ১২৫
৫. স্বাধীন ও দাসীর পালাবন্টন ---------- ১২৬
৬. সফরে পালাবন্টন ---------- ১২৬
৭. নিজের পালা অন্য সতীনকে দান ---------- ১২৭
৮. এক বাড়িতে একাধিক স্ত্রীকে একত্রে রাখার বিধান --------- ১২৮
৯. স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম ---------- ১২৮
১০. স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনের আহকাম ---------- ১২৮
১১. বণ্টনের সময় ---------- ১২৮
১২. অনপুস্থিত স্বামীর আগমনের পদ্ধতি ---------- ১২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

➢ তালাক ---------- ১২৯
ইসলাম তালাককে অপছন্দ করে---------- ১২৯
তালাক ও যৌন বিলাসিতা ---------- ১৩০
তালাক ও মতপার্থক্য---------- ১৩১
যেসব কারণে তালাক অকার্যকরী হয়ে যাবে ---------- ১৩৩
তালাকের নিয়ম-নীতি ---------- ১৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারী-স্বাধীনতা ও ইসলাম ---------- ২৭৬
আধুনিক নারীর অধিকার ---------- ২৭৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জান্নাতী নারী ---------- ২৮৩
সৎ নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ---------- ২৮৩
সৎ স্ত্রীর গুণাবলি ---------- ২৮৪
স্বামীর খেদমত জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যম ---------- ২৮৬
জান্নাতী নারীর কতিপয় আলামত ---------- ২৮৭
জান্নাতের অঙ্গীকার ---------- ২৮৭
নারীর মানবিক গুণাবলী ---------- ২৮৮
১. অহংকারমুক্ত হৃদয় ---------- ২৮৯
২. সত্যবাদিতা ---------- ২৯০
৩. ন্যায়পরায়ণতা ---------- ২৯০
৪. ক্ষমা ---------- ২৯১
৫. দয়া ---------- ২৯১
৬. নম্রতা ---------- ২৯১
৭. দানশীলতা ---------- ২৯১
৮. বিশ্বস্ততা ---------- ২৯২
৯. কর্তব্যবোধ ---------- ২৯২
১০. শালীনতা ---------- ২৯২
১১. নিরপেক্ষতা ---------- ২৯২
১২. করুণা ---------- ২৯৩
১৩. আচরণ ---------- ২৯৩
১৪. সহিষ্ণুতা ---------- ৩৯৪
১৫. পোশাক ---------- ২৯৪
সারকথা ---------- ২৯৪
প্রথম বাস্তবতা ---------- ২৯৫
দ্বিতীয় বাস্তবতা ---------- ২৯৭

পঞ্চম অধ্যায়

মহিলাদের জরুরী মাসায়েল ---------- ৩০৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর পর্দা ---------- ৩০৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন ---------- ৩২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যৌন-জীবন ---------- ৩৫২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাজসজ্জা ও প্রসাধন ---------- ৩৭১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

"হে মানব জাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রাণ থেকেই তার জোড়া বানিয়েছেন এবং দুইজন থেকেই অনেক অনেক পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবি কর। আর আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।" (আল্ কুরআন, সূরা নিসা : ১)

ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারী

আমরা যখন প্রাচীন মানব ইতিহাস এবং তার সভ্যতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করি তখন এমন কয়েকটি তিক্ত তথ্য জানতে পাই, যাতে তাদের সরলতার সাথে সাথে অজ্ঞতা, মূর্খতা, দুঃখ-দুর্দশা, ভীতি, দাম্ভিকতা এবং অন্যের সামনে নিজেকে বড় করে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়। আর যখন হিংস্র বন্য জন্তুদের সাথে লড়াইয়ের যুগ শেষ হয় তখন আমাদের সামনে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়; যাতে রক্তক্ষয়ী, যুদ্ধবিগ্রহ, দস্যুবৃত্তি, চুরি, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অন্যের সম্পত্তিতে জবরদখল বিস্তার, ক্রীতদাস প্রথা এবং শিশু নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনাবলির বিস্তর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। আর এসব দুষ্কর্ম শুধু এ জন্যেই করা হতো যেন অন্য মানুষেরা তার অধীনস্থ হয়ে তার ঘর-বাড়ি, খেত-খামার, গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য বিষয়-আশয়ের দেখাশুনা করে। আমরা এ সম্পর্কে গভীর আলেচনায় না গিয়ে এবং আরো তিক্ত তথ্যাবলির উল্লেখ না করে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, প্রাচীনযুগের মানুষ কি এজন্যে নিন্দার যোগ্য? তারা তো তখন সভ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করেছিল মাত্র। আর সে যুগের অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন, পরস্পরকে অধীনস্থ দাস বানিয়ে রাখার প্রয়োজন কি অপরিহার্য ছিল? এই প্রশ্নটিই আবার

অন্যভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই, যেমন– এক ব্যক্তি তার শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাতে অথবা হামলা প্রতিহত করতে বের হয়। সেখানে বিজয়ী অবস্থায় কি তার শত্রুপক্ষের গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধা বা অন্য কোনো দুর্বল মহিলাকে ক্ষমা করবে? আর কোনো বিজয়ী দল কি বিজিত শত্রু-সম্পদ বণ্টনের সময় তার মহিলাদের মুক্তিদান করবে? অথবা এভাবে যদি কোনো গোত্রের যুবকরা একত্রিত হয়ে কোনো যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করে বা কোনো গোত্রের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে অবস্থায় যদি মহিলাদের শরিক না করে তাহলে তাদেরকে নিন্দার যোগ্য মনে করা হবে? তাছাড়া এটাও বিবেচ্য ব্যাপার যে, প্রাচীন যুগীয় মানুষ নিজের কোনো সন্তানের ওপর আনন্দিত হবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছেলের, বা সেই মেয়ের, যে নিজের নিরাপত্তা তো দূরের কথা; বরং যোদ্ধাদের জন্যে এক আলাদা বোঝা বলেই প্রমাণিত হয়! আর যাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই যতসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়? মোটকথা, প্রাচীনতম যুগে নারীর মর্যাদা খর্ব হওয়ার পেছনে দুটি বিরাট কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, নারীদের কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সীমিত ও নির্দিষ্ট ছিল; আর দ্বিতীয় কারণ ছিল– যুগের দাবি অনুযায়ী নারীর কাজ শুধু এটাই ছিল যে, পুরুষদের মনে নানা রকম কামনা-বাসনার সৃষ্টি করা এবং যুদ্ধের জন্যে তাদের উৎসাহিত করা। জয়ী হলে তাদের প্রশংসা করা এবং বিজয় ও সাফল্যের আবেগময় স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা।

প্রাচীনতম সমাজে মহিলাদের মান ও মর্যাদা নির্ধারণে এ দু'টি কারণ ছিল গভীরভাবে কার্যকরী। পরে যুগের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির সাথে সাথে সরকারি ও প্রশাসনিক আইন-বিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধির জন্য কিছু কিছু নীতি নির্ধারিত হতে থাকে। এসব আইন-বিধি ও নীতিমালার প্রণয়ন ছিল সেই বর্বর যুগের প্রত্যক্ষ চাহিদা। এভাবে রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে এবং জাতি ও গোত্রের মধ্যে কিছু কিছু আইনগত কাঠামো গড়ে ওঠে। এরপর তাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয় এবং এভাবে নারী সামাজিক এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়; এছাড়া যাবতীয় উন্নতি অর্থহীন হয়ে থেকে যায়। ক্রমবিকাশের এই পর্যায়ে নারীর যে সামাজিক অবস্থান ছিল তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা নিচে আলোচনা করবো।

১. চীন সমাজে নারী

চীনে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে লেখেন– "আমাদের নারীদের স্থান হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান এবং এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে